চুয়াডাঙ্গায় সড়ক দূর্ঘটনায় দুজন নিহতের বাড়ি মেহেরপুর

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়ায় গভীর রাতে গরু বোঝায় ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কার ঘটনা ঘটেছে। এতে ট্রাকের উপরে এবং ভিতরে থাকা চারজনের মধ্যে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুজন। তাদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এসময় ট্রাকে থাকা ১৯ গরুর মধ্যে ৭টি গরু ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়।

বৃহস্পতিবার (০৩ অক্টোবর) দিবাগত রাত ৩ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা- মেহেরপুর আঞ্চলিক সড়কের আলুকদিয়া বিশ্বাস ফিলিং স্টেশনের (তেলপাম্প) নিকট এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, মেহেরপুর জেলার রায়পুর গ্রামের লুৎফরের ছেলে আশরাফুল হক (৫০) ও একই জেলার বাসস্ট্যান্ডপাড়ার হারুন উর রশিদের ছেলে মনির হোসেন (৪৫)।

আহতরা হলেন, একই জেলার রায়পুর গ্রামের নিজাম শেখের ছেলে কালাম
(৪০) ও জেলার শহরের খন্দকারপাড়ার জহিরের ছেলে মিনারুল ইসলাম (৪১)।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিভেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক মোঃ রফিকুজ্জামান।

তিনি বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছে ট্রাকের আংশিক অংশ কেটে একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছ্বে। তিনজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ট্রাকে ১৯ টি গরুর মধ্যে ৭টি গরু ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ট্রাকটি মেহেরপুর যাচ্ছিল। ট্রাকটি হেলপার চালাচ্ছিল বলে জেনেছি। ধারণা করা হচ্ছে চালকের ঘুমের ঝিমকি আসায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা একটি গাছ ভেঙ্গে ট্রাকের মধ্যে ঢুকে পড়লে এদূর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা গরুবোঝায় একটি ট্রাক মেহেরপুর যাচ্ছিল। পথিমধ্যে চুয়াডাঙ্গার আলুকদিয়া তেলপাম্পের

নিকট নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা গাছে ধাক্কা লাগে। এতে গাছ ট্রাকের মধ্যে ঢুকে পড়লে চালক ও হেলপার আটকা পড়েন। ট্রাকের উপরে থাকা এক গরু ব্যাপারি আশরাফুল ঘটনাস্থলে নিহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের যৌথ উদ্যোগে ট্রাকের ইঞ্জিনের আংশিক অংশ কেটে জীবিত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।কিছুক্ষন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মনির হোসেন নামে আরও একজনের মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. লিওন বলেন, হাসপাতালে আসার আগেই আশরাফুলের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৩ জনের মধ্যে চিকিৎসারত অবস্থায় মনির হোসেনকে মৃত ঘোষনা করা হয়। বাকি দুজন শঙ্কামুক্ত। তাদেরকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (অপারেশন) নিরব হোসেন বলেন, বরিশাল থেকে গরুবোঝায় ট্রাকটি মেহেরপুরে যাচ্ছিল। চুয়াডাঙ্গার আলুকদিয়া তেলপাম্পের নিকট নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলেই একজন মারা যায়। পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ট্রাকের ইঞ্জিন কেটে আটকা পড়া চালকসহ জীবিত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়।

তিনি আরও বলেন, স্থানীয় লোকজনের ভাষ্যমতে চালকের পরিবর্তে হেলপার ট্রাকটি চালাচ্ছিলেন। ঘুমের ভাব আসার কারণেই এঘটনা ঘটেছে। ট্রাকে ১৯-২০ টা গরুর মধ্যে ৭ টা গরু ঘটনাস্থলেই মারা যায়। বাকি গরুগুলো মারাত্মক আহত হয়েছে। বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়াধীন।

দামুড়হুদায় জেল হত্যা দিবস পালিত উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় সারা দেশের ন্যায় জেল হত্যা দিবস ও জাতীয় চার নেতা স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

[illegible] (Govt.Reg-S-6464/07C-52567/69469/10 Rural Development Project [illegible]

[illegible] a [illegible] [illegible] (Govt.Reg-S-6464/07C-52567/69469/10 Rural Development Project [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (Govt.Reg-S-6464/07C-52567/69469/10 Rural Development Project [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

না পেলে স্থানীয়দের মাধ্যমে জানতে পারে ভোরে তারা চলে গেছে।

রুবিনা খাতুন জানান, লোভনীয় অফার দিয়ে চাকুরি করতে আগ্রহ জানান তারা। পরবর্তীতে চাকুরি করতে জামানত হিসাবে ১৫ হাজার টাকা নেয়।

তিনি আরো জানান, সকালে চাকুরিতে যোগদান করতে আসি। এসে অফিস তালাবদ্ধ দেখতে পায়। অনেক মানুষ লোন নিতে আসা সাধারণ মানুষ ভিড় করে।

আলমডাঙ্গার সরকারি জমি দখল করে বাড়ি নির্মাণে, অনিশ্চিয়তায় রাস্তা

আলমডাঙ্গার জোরগাছা গ্রামে সরকারি রাস্তার জমি দখল করে বাড়ি-ঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। টেন্ডারের পাঁকা রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। রাস্তার জমি না দিতে মরিয়া দু,টি পক্ষ। স্থানীয়রা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর স্বারক লিপি দিয়েও মিলছে না সুরাহ।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের জোরগাছা গ্রামের ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি গোলাম সরোয়ার, একই গ্রামের সফি উদ্দিন সরকারি রাস্তার জমি দখল করে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করে।

ওই রাস্তার মোট জমির প্রস্ত ২৪ ফিট। যা সম্পূর্ণ সড়ক ও জনপথ এলজিইডির আওতাধীন। বিগত রাস্তাটি হেরিং হওয়ার সুযোগে গোলাম সরোয়ার ও সফি উদ্দিন ঘর নির্মাণ করে।

বর্তমানে রাস্তাটি জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য ১২ মিটার পাকা করণের কাজ শুরু হয়। এতে বিপত্তি সৃষ্টি হয় এলাকাবাসী।

রাস্তার মোট ২৪ ফিট জায়গার মধ্যে গোলাম সরেয়ারের বাড়ি-ঘরে দখল করেছে ৫ ফিট ও সফির ঘরের মধ্যে ৩ ফিট জায়গা রয়েছে। অবশিষ্ট জমি

রাস্তার থাকলেও তা সড়ক নির্মাণের জন্য বাঁধা প্রদান করে আসছে। এতে রাস্তা নির্মাণ কাজের ব্যাঘাত পোহাত হচ্ছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে।

দফায় দফায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে বিষয়টি মিমাংসার চেষ্টা করে। সুরাহ না মেলায় এলাকাবাসীর গণসাক্ষরিত অভিযোগ করেছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুরের নিকট। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। এই রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে ঘটতে পারে সাংঘর্ষিক ঘটনা।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর জানান, সরকারি রাস্তার জমি দখলের অভিযোগে স্থানীয়রা লিখিত অভিযোগ করেছে।

তিনি আরো জানান, সরকারি জমি দখলের কোন সুযোগ নেই। জমি যদি দখল করে থাকে তাহলে তাদের অবশ্যই দখলকৃত জমি ছেড়ে দিতে হবে।

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় যুব দিবস পালিত

প্রশিক্ষিত যুব, উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্য কে সামনে নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় পালিত হয়েছে জাতীয় যুব দিবস ২০২২ পালন করা হয়েছে।

জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে সকাল সাড়ে দশটার সময় এই দিবস উপলক্ষে যুব র্যালি আলোচনা সভা যুব ঋণের চেক বিতরণ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মাসুদ আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

চুয়াডাঙ্গা জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান বলেন, ২০৪১

সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে আর এই আগ্রযাএার প্রধান কান্ডি এই যুব সমাজ। যুব সমাজ একটি দেশের প্রাণশক্তি। তরুণরাই দেশকে উন্নত অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে। মাদক ও জঙ্গিবাদ যেন যুবসমাজকে বিপথগামী না সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

তিনি আরও বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন ট্রেডে যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেয়। সময়ের সঙ্গে প্রশিক্ষণে প্রোগ্রামিং ও ফ্রিল্যান্সিংয়ের মতো আধুনিক বিষয় যুক্ত হয়েছে।

জাতীয় যুব দিবসে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মোছাব্বেরুর জামান, চুয়াডাঙ্গা এনএসআই ডিডি জামিল সিদ্দিক, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর শেখ সাদাত হোসেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সরদার আল আমিন সহ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় যুব দিবসের প্রধান অতিথি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান বিভিন্ন ট্রেডের ছাএ-ছাএীদের মাঝে যুব ঋণের চেক বিতরণ করেন।

দামুড়হুদায় কৃষকের এক বিঘা জমির পেঁপে গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

দামুড়হুদা উপজেলার পুরাতন হাউলী গ্রামের মাঠে রাতের আধারে কৃষকের ধরন্ত, ফলন্ত পেঁপে গাছ কেটে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা। রবিবার দিনগত রাতে এ ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এবিষয়ে ভুক্তভোগী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার পুরাতন হাউলী

গ্রামের কৃষক আব্দুর রহিম (৪৫) এর ১বিঘা জমির ধরন্ত, ফলন্ত পেঁপে গাছ রবিবার দিনগত গভীর রাতে কেটে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা। সোমবার সকালে পুরাতন হাউলী গ্রামের মৃত আবু শামার ছেলে কৃষক আব্দুর রহিম পেঁপের খেত দেখতে গিয়ে তার জমির পেঁপে গাছ গুলো কাটা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

এসময় সে স্থানীয় ও মাঠের অন্যান্য কৃষকদের ডেকে জানতে চেষ্টা করে কিভাবে এ ঘটনা ঘটলো। তবে এ বিষয়ে স্থানীয় ও কৃষকরা কেউ কিছু বলতে পারেনি। তারা এবং খেত মালিক ধারণা করছে গভীর রাতের আধারে এই ঘৃণিত কাজ দূর্বৃত্তরা করেছে। এবিষয়ে ভুক্তভোগী বাদী হয়ে গতকাল দামুড়হুদা মডেল থানায় অজ্ঞাত নামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

কৃষক আব্দুর রহিম বলেন, এর আগেও আমার কে বা করা ৩ বার ফসল কেটে দিয়ে ক্ষতি করেছে। এবার দিয়ে ৪ বার আমার ফসল কেটে ক্ষতি করলো। এর আগে আমার শিমের বাগানের সবগাছ কেটে দিয়েছিল দুর্বৃত্তরা। এবার আমার প্রায় লক্ষাধীক টাকার ক্ষতি হয়েছে। এভাবেই একজন কৃষকের স্বপ্ন ভাঙছে দুর্বৃত্তরা। আমি এসব চাষ আবাদ আর করবো না। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সকল ঘৃণিত ব্যক্তিরা আইনের আওতায় না আসে, ততদিন পর্যন্ত আমি চাষ আবাদ করব না। এ ধরণের ঘৃণিত কাজ যারা করেছে তাদের (অজ্ঞাত নামা) বিরুদ্ধে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছি।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, এবিষয়ে একজন অভিযোগ করতে এসেছিল, অভিযোগ পেয়েছি, সরজমিনে তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গড়াইটুপিতে শত বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী শ্রী কাত্যায়নী পূজা

কার্তিক বা কত্যায়নী পূজা হিন্দু বাঙালিদের একটি জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসব। এ উৎসব কে ঘিরে চুয়াডাঙ্গায় এবারও পুরনো রীতি অনুসারে শত

বছরের ঐতিহ্যবাহী কত্যায়নী পূজা উৎসব মুখর জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে কলাগাছি গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইতিমধ্যেই পূর্জার সকল কাজ সম্পুর্ন শেষে আজ ৩০ অক্টোবর মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়েছে এ পূর্জার আনুষ্ঠানিকতা। ৫ দিনের এ উৎসব আগামী ৩ নভেম্বর দশমী বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে।

রবিবার(৩০ অক্টোবর) হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরনো রীতি অনুসারে অতীতের মতো প্রতিবছরের ন্যায় জেলার দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের কলাগাছি গ্রামের দু’টি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছে এ ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী কাত্যায়নী পূজা বা কার্তিক পূজার এ উৎসটি।

হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা উৎসব।এ দূর্গা উৎসবের ঠিক একমাস পরই কলাগাছির হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্তিকী বা কাত্যায়নী পূজাটি উদযাপন করে থাকেন। এ পূজাকে ঘিরে কলাগাছির হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ।

পূর্জা প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখা যায়, ইতিমধ্যেই পাবনা থেকে আগত প্রতিমা শিল্পী শ্রী জিতেন চন্দ্র’র নিখুঁত হাতে খড়,বাঁশ,কাঁঠ, বেলে ও এটেল মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন স্বরস্বতী, কার্তিক,লক্ষী,সিংহ, গণেশ, অসুর, মহিষ, হাতি,পদ্মফুল প্রভৃতি প্রতিমাগুলো। প্রতিমা গুলোর শুকানোর পর প্রতিমা শিল্পীর নিখুঁত হাতের ছোঁয়া আর রঙ তুলির আঁচড়ে ফুটে উঠেছেন সকল প্রতিমা গুলো। দেখে মনে হয় প্রতিমা শিল্পী তার হাতের জাদুকরী ছোঁয়াতে রূপ দান করেছেন আপন মনে। ফুটিয়ে তুলেছেন জীবন্ত রূপ। মূলতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব হলেও মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতিমা গুলো দেখতে সনাতন ধর্মাবলম্বীর পাশাপাশি পথচারী সহ এলাকার শিশু - কিশোররাও ছুটে যাচ্ছেন দেখতে।

পূজা উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে জানা গেছে, কার্তিক পূজা বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি জনপ্রিয় উৎসব। কার্তিক শিব ও দুর্গার সন্তান।তিনিই হিন্দুদের যুদ্ধ দেবতা। এ পূজাটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ। কার্ত্তিক পূজার মাধ্যমে দম্পতিরা তাদের সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করে থাকেন।

তিনি আরো বলেন, গত দুইটি বছর মহামারি করেনা সংক্রমণ প্রতিরোধ সল্প পরিসরে এ পূজা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো এখানে। গত দুইটি বছরের আনন্দ পুষিয়ে নিতে এ বছরের অত্যন্ত

জাঁকজমকপূর্ণ আর বাহারি আলোকসজ্জায় পূজা প্রাঙ্গণের গেইট ও ডেকোরেশনে সাজানো হয়েছে। মায়ের মন্দির ও প্রবেশের দার পথেও রয়েছেন বিভিন্ন রঙের আলোকবাতি। রোববার মহাষ্টমীর মধ্যে দিয়ে শুরু হয়়েছে এ পূর্জা উৎসব আগামী ৩ নভেম্বর বিজয়ী দশমিক মধ্য দিয়ে শেষ হবে। কার্ত্তিক দেবতাদের সেনাপতি।তিনি অসীম শক্তিধর দেবতা।সেজন্য তাকে রক্ষাকর্তা হিসেবে আমার প্রতিবছরের মতো এবারও ইউনিয়নটির কলাগাছি গ্রােমে এ পূজার আয়োজন করেছি।

এ বিষয়ে গড়াইটুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাঃ শফিকুর রহমান রাজু’র সাথে মুঠোফোনে কথা বললে তিনি বলেন,ইউনিয়নের কলাগাছি গ্রামটি খুবই সীমিত মানুষ নিয়ে গঠিত একটি গ্রাম। পুরোনো রীতি অনুসারে এখানে প্রতি বছরের এ দিনটিকে বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর শত বছরেরে পুরনো এ কার্তিক পূজার আয়োজনে করে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করে আসছেন।

আলমডাঙ্গায় ৩শ ৯২ পিস এ্যাম্পুল বুপেনরফাইন ইনজেকশনসহ আটক-২

আলমডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর অভিযান চালিয়ে ৩শত ৯২ পিস এ্যাম্পুল বুপেনরফাইন ইনজেকশনসহ ২ জনকে আটক করেছে। রবিবার (৩০ অক্টোবর) দিবাগত রাতে তাদের নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এ মাদকদ্রব্য গুলো উদ্ধার করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর জানান, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়ার মৃত আক্কাস আলীর ছেলে মুরাদ আলী (৩৬), সাহাবুল হকের ছেলে জিবন (২০)।

তারা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মন্ডলপাড়ার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন গোপনে মাদকদ্রব্য এ্যাম্পুল বুপেনরফাইন ইনজেকশন বিক্রি করে আসছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর অভিযান পরিচালনা করেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [

দর্শনায় কমিউনিটি পুলিশিং ডে উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা

কমিউনিটি পুলিশিং এর মৃলমন্ত্র,শান্তি শৃঙ্খলা সর্বত্র এ স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার উদ্দ্যেগে পুলিশিং ডে ও বর্ণাঢ্য র্যালি আলোচনা সভা পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১০ টায় দর্শনা থানা চত্বরে কমিউনিটি পুলিশিং সমন্বয় কমিটির উদ্দ্যেগে র্যালি ও আলোচনা সভা পালিত হয়।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীরের সভাপতিত্বে প্রাধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্যে রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু।

তিনি বক্তব্যে বলেন, আমার উপজেলার ভিতরে ২টা থানা প্রত্যক মাসিক মিটিংয়ে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে মিটিং হয়। এ মিটিংয়ে আমি বার,বার বলি মাদক আমাদের সমাজের একটি মরন ব্যাধি। মাদক না কমাতে পারলে আগামী প্রজন্ম ধংস হয়ে যাবে।তাই আসুন আমরা সম্বলিত ভাবে মাদক নিমৃল করি। মাদক যারা সেবন করে তারা তার পরিবার ধংস হচ্ছে নষ্ট হচ্ছে সমাজ,নষ্ট হচ্ছে যুব সমাজ। তাই চলো যাই যুদ্ধে মাদকের বিরুদ্বে।

এ সময় তিনি আরও বলেন বর্তমান সরকার বাল্য বিবাহ ও ইফটিজিংয়ের বিরুদ্ধে সোচ্ছার, এ সরকার গরীব দুঃখী মা বোনদের জন্য মাতৃগর্ভ ভাতা দিচ্ছে যাতে করে গরীব-অসহায় মানুষ একটু ভালোমন্দ খেয়ে পুষ্ট বাচ্ছা জন্ম দিতে পারে। পরিশেষে তিনি বলেন এ সরকারের উন্নয়ন দেখে জামাত বিএনপি আবারো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। এদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে হবে।

দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস,আই আহম্মদ আলী বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্টানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,